ব্যবস্থাদিকে বোঝায় যেগুলি কার্যাবলী সম্পাদন করে। অন্যভাবে বলা যায় কাঠামো হল কোন ব্যবস্থার অংশগুলোর সঙ্গে যুক্ত কাজগুলি সামাজিক সংগঠন বা কেন্দ্র যার ~~দ্ব~~ মাধ্যমে কার্য সম্পাদিত হয়।

18. কাঠামো কার্যগত তত্ত্ব অনুসারে রূপান্তর সাধন সংক্রান্ত কাজ।

→ রূপান্তর সাধন সংক্রান্ত কাজ বলতে বোঝায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গৃহীত চাহিদা ও সমর্থন অর্থাৎ উপকরণ রূপান্তরিত হয়ে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ উৎপাদে পরিণত হও কার্যকর হয়। কর্তৃপক্ষের সমস্ত রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। রূপান্তর সংক্রান্ত কাজের মধ্যে কাজগুলি উপকরণ সম্পর্কিত কাজগুলি উৎপাদ সংক্রান্ত। রূপান্তরমূলক কাজ দুটিকে ১) স্বার্থের গ্রন্থিকরণ — অর্থাৎ বিভিন্ন দাবিকে সংগঠিত করা এবং সিদ্ধান্তকারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নজরে আনা। ২) স্বার্থের সমন্বিতকরণ – অর্থাৎ বিভিন্ন দাবিকে সমন্বিত করা এবং বিকল্প কার্যক্রম স্থির ~~করে~~। করা ৩) রাজনৈতিক যোগাযোগ সাধন — অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার পরিবেশের ভিতর রাজনৈতিক সংবাদাদি সরবরাহ ৪) নিয়মকানুন প্রণয়ন ৫) নিয়মকানুনের প্রয়োগ ৬) নিয়মকানুনের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পাদন। উপকরণ কাঠামো প্রথম তিনটি এবং উৎপাদ কাঠামো শেষের তিনটি কার্য সম্পাদন করে।

13. গোষ্ঠীতত্ত্বের মূল বক্তব্য

গোষ্ঠীতত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক চলমান অবস্থা বা কর্মপ্রবাহকে গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং রাজনৈতিক জীবনকে গোষ্ঠী জীবন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়েছে, গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ করা হলে সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সরকারের সকল বিষয়ই গোষ্ঠীগত বিষয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া; নতুন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস। — এ সবই সরকার সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিশেষত স্বার্থান্বেষী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা না করলে বোঝা যাবে না কি অবস্থার মধ্যে সরকারি নীতি প্রণীত ও প্রযুক্ত হয়। রাজনৈতিক আচরণ, কার্যাবলী ও বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সংঘের কার্যাবলীর পর্যালোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। এই মতবাদের প্রবক্তারা আচরণবাদীদের মতই সামাজিক তাৎপর্য ও তাত্ত্বিক ব্যাপারে আগ্রহী।